১১-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০৯-০৫-৮৩ মধুবন

ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার - স্মৃতি, বৃত্তি এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতা (পবিত্রতা)

আজ বাপদাদা তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের রেখা দেখছেন, যে কর্মের রেখা দ্বারাই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভাগ্যের রেখা টানা হচ্ছে । বাবা সব ব্রাহ্মণের কর্ম রেখা বা কর্ম কাহিনী বা কর্মের খাতা দেখেছিলেন । বাস্তবে, তোমরা সব বাচ্চারা ভাগ্যবিধাতা বাবার, কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা, বাবার ডাইরেক্ট উত্তরাধিকারের অধিকারী বাচ্চা । এইসঙ্গে স্বয়ং বিধাতা বাপদাদা সব বাচ্চাদের গোল্ডেন চান্স দিয়েছেন, কারণ তোমরা বিধাতার বাচ্চা, তোমরা যত ভাগ্য বানাতে চাও আর সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ হতে চাও, তোমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে । অধিকার দেওয়ায় নম্বরক্রম নেই, ফ্রিডম আছে অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে । আর সাথে ড্রামা অনুসারে তোমাদের বরদানী সময়েরও সহযোগ আছে । সেটাও সকলের সমান আছে । তবুও এমন গোল্ডেন চান্স পেয়েও বেহদের প্রাপ্তিকে তোমরা হদের ক্রমিক নম্বরে নিয়ে আসো । বাবা বেহদের, বরসা বেহদের, অধিকারও বেহদের কিন্তু যারা নিচ্ছে নম্বরবার হয়ে যাচ্ছে -এইরকম কেন ? সংক্ষেপে এর দু'টো কারণ আছে এক, বুদ্ধিতে স্বচ্ছতা নেই; ক্লিয়ার নয় । দুই, প্রতি পদক্ষেপে তোমরা সাবধান নও অর্থাৎ তোমরা কেয়ারফুল নও । এই দুই কারণে তোমরা নম্বরবার হয়ে যাও মুখ্য বিষয় হলো স্বচ্ছতার । একেই বলা হয় পবিত্রতা অথবা প্রথম বিকারের ওপর জয় । তোমরা যখন ব্রাহ্মণ জীবনকে আপন করেছো তো এটাকে মুখ্য আধার বলো, নবীনতা বা অলৌকিকতা বা তোমাদের জীবনের শৃঙ্গারই বলো, এটা পবিত্রতা । ব্রাহ্মণ জীবনের চ্যালেঞ্জ কামজিৎ হওয়া । শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদাতার লক্ষণ হলো, অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখানো । যেমন, জাগতিক ব্রাহ্মণের চিহ্ন তাদের টিকি এবং পৈতে, তেমনই প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ হলো পবিত্রতা এবং মর্যাদা । তোমাদের জন্ম এবং তোমাদের জীবনের চিহ্ন সবসময় রাখতে হবে । পবিত্রতার প্রথম আধারস্বরূপ পয়েন্ট হলো, 'স্মৃতির পবিত্রতা' । আমি শুধু আত্মা নই, কিন্তু আমি শুদ্ধ পবিত্র আত্মা । আত্মা শব্দ তো সবাই বলে, কিন্তু ব্রাহ্মণ আত্মা সদা এই বলবে যে আমি শুদ্ধ পবিত্র আত্মা । শ্রেষ্ঠ আত্মা । পূজ্য আত্মা । বিশেষ আত্মা । তোমার স্মৃতিতে এই পবিত্রতা আধারমূর্ত । সুতরাং প্রথম আধার মজবুত করেছ ? এই অক্যুপেশন সদা তোমাদের স্মৃতিতে থাকে ? তোমার অক্যুপেশন অনুযায়ী কর্ম নিজে থেকেই সম্পন্ন হয়ে যায় ? প্রথমে তোমাদের স্মৃতিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে । তারপরে তোমাদের দৃষ্টি এবং বৃত্তি । তোমাদের স্মৃতিতে যখন এসেই গেছে, আমি পূজ্য আত্মা তো পূজ্য আত্মার বিশেষ গায়ন কি ? সম্পূর্ণ নির্বিকারী, সর্বগুণসম্পন্ন, ষোলকলা সম্পূর্ণ । এটাই পূজ্য আত্মার কোয়ালিফিকেশন । এমন আত্মা প্রকৃতিগতভাবে নিজেকে এবং সবাইকে কোন দৃষ্টিতে দেখে ? অলৌকিক পরিবারের হোক বা লৌকিক পরিবারের, অথবা লৌকিক স্মৃতিতে থাকা আত্মাই হোক, সদা সবার প্রতি এই দৃষ্টি থাকতে হবে, এই আত্মারা পরম পূজ্য অথবা তাদের পূজার যোগ্য বানাতে হবে । যদি পূজ্য আত্মাদের প্রতি অর্থাৎ অলৌকিক পরিবারের আত্মাদের প্রতি কোনরকম অপবিত্র দৃষ্টি থাকে, তাহলে এর অর্থ এই স্মৃতির ফাউন্ডেশন দুর্বল এবং এটা মহা মহা মহাপাপ । যখন পূজ্য আত্মার প্রতি অপবিত্রতা অর্থাৎ এইরকম দৈহিক দৃষ্টি থাকে যে, এই সেবাধারী খুব ভালো, এই শিক্ষক খুব ভালো তো তাদের মধ্যে কি ভালত্ব আছে ? ভালত্ব হলো শ্রেষ্ঠ স্মৃতির এবং শ্রেষ্ঠ দৃষ্টির । যদি সেই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি না থাকে তাহলে ভালত্ব কিসের ? এটাও স্বর্ণমৃগ-এর রূপ । এটা সার্ভিস নয়, এটা সহযোগিতা নয়, কিন্তু নিজেকে সবার থেকে বিয়োগী বানানোর আধার । এই বিষয়ে বারবার অ্যাটেনশন দাও ।

যে শিক্ষকেরা বাবার দ্বারা তৈরি হয়েছে বা সেবার সহযোগী হয়েছে, সে ভাই হোক বা বোন, তাদের অর্থাৎ সেবাধারী আত্মাদের সেবার মুখ্য লক্ষণ ত্যাগ এবং তপস্যা, এই গুণের আধারে সদা তাদের ত্যাগী এবং তপস্বী হওয়া দেখ, কিন্তু দৈহিক দৃষ্টিতে নয় । এটা শ্রেষ্ঠ পরিবার যখন, তখন সদা শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি রাখো কারণ এই মহাপাপ কখনো তোমাদের প্রাপ্তিস্বরূপের অনুভব করাতে পারেনা । কারন কোনো না কোনো কর্মে, সঙ্কল্পে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে সদা ডিফেক্ট বা এফেক্টের অস্থিরতা থাকবে এবং তুমি কখনো পারফেক্ট স্থিতি অনুভব করতে পারবে না । সুতরাং সদা চেক করো, পূজ্য আত্মা থেকে পাপ আত্মা হয়ে যাওনি তো ! এই এক বিকার থেকে অন্য সব আরও বিকার নিজে থেকেই জন্ম নিয়ে নেয় । প্রবল আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না হলো তো ক্রোধ-সাথী প্রথমে আসে । অতএব, এই বিষয়কে গুরুত্বহীন মনে কোরোনা, এই সম্পর্কে অমনোযোগী হয়োনা । তুমি হয়তো ভাবছো, বাহ্যিকভাবে সম্বন্ধ শুভ, সেবার সম্বন্ধ আছে কিন্তু এই রয়্যাল রূপের পাপ বাড়িও না । যে কেউই এই পাপে দোষী হোক না কেন, অন্যকে দোষী বানিয়ে নিজেকে অসাবধানী বানিও না । আমিও দোষী হতে পারি, এই সতর্কতা যতক্ষন না অবলম্বন করছো ততক্ষণ মহাপাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেনা । তোমার মন্সা সঙ্কল্পের, বোলের এবং সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা যে কোন রকমের বিশেষভাবে পরবশ হওয়াও মোহ'র লক্ষণ । আমরা কিছু করিনা, আমরা শুধু ভাষণ দিই, ভাষণে এই অধীনতাও মোহের পার্সেন্টেজ । যদি সেবার সহযোগিতার দিকেও বিশেষ অধীনতা থাকে, সেটাও মোহ । তারপর যখন তোমরা কোনও সঙ্কেত পাও তখন সব সঙ্কেত, সঙ্কেত দ্বারাই শেষ করে দেওয়া উচিৎ । যদি তোমরা জেদি হও এবং নিজেকে ঠিক প্রমাণ করতে কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করো তখন বোঝা যায় যে, তোমরা তোমাদের পাপকে স্পষ্ট করছো । পরিস্থিতিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছো না, আর পাপের রেখা আরও লম্বা করে যাচ্ছ, এইজন্য বিশ্ব পরিবর্তকের কার্যে যখন নিযুক্ত হয়েছই তখন স্ব-পরিবর্তন করে নেওয়াই বিবেচকের কাজ । যদি কিছু না থাকে তো একদম না করে দাও অর্থাৎ স্ব-পরিবর্তন করে সেই পরিস্থিতির লেশমাত্র শেষ করে দাও । এটা কেন, এইরকম কেন, সবসময় এইরকম চলছেই - এটা বায়ুমন্ডলের অগ্নিতে তেল ঢালার মতো । আগুন উস্কে দেওয়া ! পরিস্থিতিকে বড় করে দেওয়া । এইজন্য ফুলস্টপ লাগিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন । আছে কি নেই এই বিতর্কে জড়িও না, বরং তোমার সঙ্কল্প, বোল এবং সম্পর্কে পরিবর্তন নিয়ে এসো । এই পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধার করার এটাই বিধি । বুঝেছ তোমরা ! ব্রাহ্মণ পরিবারে এই সংস্কার লেশমাত্রও যেন না থাকে । আচ্ছা - বাবা তোমাদের পরে বলবেন, ক্রোধ-মহাভূত কি !

এইসবই বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়ার ব্যাপার ! তোমরা যারা এসেছ, তারা নিজেদের বিশেষ শক্তিতে পূর্ণ করতে এসেছ । যে কোনও কমজোর সংস্কারকে সর্বদার জন্য সমাপ্ত করতে এসেছ । সুতরাং তোমরা যাওয়ার আগে দুর্বল সংস্কারের সমাপ্তি পর্বাদি পালন করে যেও । এই উৎসব তোমরা পালন করবে, তাই না ? বিশেষতঃ এটা পুরানোদের গ্রুপ । যখন তোমরা তোমাদের অনুষ্ঠান উদযাপন করো, তখন নতুনরাও অত্যন্ত উৎসাহী হয় । এমন নয় যে প্রতি বছর তোমাদের এই সমারোহ উদযাপন করতে হবে । এই সমারোহ তোমরা একবার করো আর তারপর সম্পন্ন সমারোহ । সদাকালের জন্য তোমরা সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করবে, তাই না ! মাতারা এবং অধরকুমাররাও এর অন্তর্ভুক্ত । এমন নয় শুধু পাণ্ডবরা পালন করবে । কুমারীরাও পালন করবে, টিচাররাও । এমনকি অধর-কুমারীরাও এটা পালন করবে । সবাই এই উৎসব মিলেমিশে একসাথে পালন করবে । ঠিক

আছে ? তোমরা কুমারীরা তো হলে শক্তি ! তাহলে শক্তিরূপের সমারোহ তোমরা পালন করবে, তাই না ! আচ্ছা ।

সদা নিজের প্রতি শুভচিন্তক, সদা স্ব-পরিবর্তনের কার্যে প্রথম, এই পাঠে নাম্বার ওয়ান হয়ে সদা সঙ্কল্প, বোল এবং সম্পর্কে সবার প্রতি বেহদের স্মৃতিস্বরূপ, সদা স্বচ্ছতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করে, এইরকম পবিত্র পূজ্য আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

কুমারদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্যঃ -
প্রতিপদে নিজেকে সাক্ষী এবং সদা বাপদাদার সাথী, এইরকম অনুভব করো ? যারা সদা সাক্ষীদ্রষ্টা হবে তারা সদা কর্ম করাকালীন প্রতি পদে কর্মবন্ধন থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয়, এইরকম সাক্ষী ভাবের অনুভব করো ? কোনো স্থূল কর্মেন্দ্রিয় যেন নিজের বন্ধনে না বাঁধতে পারে, একেই বলা হয়ে থাকে সাক্ষীদ্রষ্টা । এইরকম সাক্ষী হয়েছ তোমরা ? কোনও কর্ম যদি তোমাকে বন্ধনে বাঁধে তো সেটাকে সাক্ষীদ্রষ্টা হওয়া বলা যাবেনা । সেটাকে বলা হবে জালে আটকে পড়া - স্বতন্ত্র বলা হবেনা । তোমার আঁখিও যেন তোমায় ছল না করতে পারে । শারীরিক সম্বন্ধে আসা অর্থাৎ চোখের ধোকা । সুতরাং কোনো কর্মেন্দ্রিয় যেন কৌশলে তোমাকে ভুলপথে চালিত না করে । সাক্ষী থাকো এবং বাবার সাথে থাকো । সব ব্যাপারে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । মহান আত্মাও নয়, নিমিত্ত আত্মাও নয়, শুধুমাত্র এক বাবাই স্মরণে আসতে হবে । কোনো পরিস্থিতি উত্থিত হলে বাবা স্মরণে আসেন নাকি নিমিত্ত আত্মারা স্মরণে আসে ? সদা এক বাবা দুসরা ন কোই অর্থাৎ বুদ্ধিতে এক বাবা ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ স্মরণে না আসে । আত্মারা সহযোগী কিন্তু সাথী নয় । তোমাদের সাথী একমাত্র বাবা । সহযোগীদের নিজের সাথী মনে করা রং (ভুল) । সুতরাং, তারা সদা সেবার সাথী, কিন্তু বাবা সেবায় তোমাদের সাথী । নিমিত্ত সহযোগী হয়ে সদা এমন স্মৃতিস্বরূপ হও । যদি কোনো দেহধারীকে সাথী বানাও, তবে তুমি উড়তি কলার অনুভৱ করতে পারবে না । সুতরাং, সব পরিস্থিতিতে শুধু বাবাকে স্মরণ করো । কুমাররা ডবল লাইট, সেইজন্য তোমাদের সংস্কার-স্বভাবের কোন বোঝাও নেই । বর্থ সঙ্কল্পের বোঝাও নেই । একেই বলা হয়ে থাকে, হালকা হওয়া । তোমরা যত বেশি হালকা হবে ততই সহজে উড়তি কলার অনুভব করবে । সামান্য মেহনত করতে হলেও সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোনো বোঝা আছে । অতএব, "বাবা বাবা"র আধার নিয়ে সদা উড়তে থাকো । এই তোমাদের অবিনাশী আধার ।

রুহানী ইয়ুথ গ্রুপ শান্তিকারী, কল্যাণকারী গ্রুপ, তোমরা বিশ্বে সদা শান্তি স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত । সেইসব মানুষ অশান্তি ছড়ায়, সেক্ষেত্রে তোমরা শান্তি স্থাপনা করছো । নিজেদের এইরকম মনে করো ? রাজনীতির লোকেরা এবং বাপদাদাও ইয়ুথ গ্রুপে আশা রাখেন । তোমরা এই আশা পূরণকারী, তাই না ! বাচ্চারা সবসময় তাদের বাবার আশা পূরণ করে । সুতরাং সফলতার তারা (স্টার) হয়ে তোমাদের বিজয়ী রত্ন হওয়ার তীব্র আওয়াজ গভর্মেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে দাও । এখন আমরা দেখবো কোন গ্রুপ প্রথমে এই পতাকা কোথায় উত্তোলন করে ! কখনও নিজের শক্তি মিস ইউজ কোরোনা । সর্বদা স্মরণে রেখো, তোমাদের ওপর অনেক বড় দায়িত্ব আছে । কেউ একজন দুর্বল হয়ে পড়লে, অন্য অনেকে তার অনুষঙ্গী হয়ে যায় ! তোমাদের এই স্মৃতি সদা থাকতে হবে যে দায়িত্বভার তোমাদের । যে কর্ম তোমরা করবে তোমাদের দেখে তা' সবাই করবে, এইজন্য সাধারণ কর্ম কোরোনা । তোমরাই শ্রেষ্ঠ কর্ম করে অনড় থাকো । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময় সব বাচ্চাদেরকে গুড মর্নিং
বরদান ভূমি, মধুবনে চারিদিকের সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের এবং বিশেষ আত্মাদের সামনে দেখে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন এবং সবাইকে গুড মর্নিং বলছেন । গুড মর্নিং অর্থাৎ সারাদিন যেন এইরকমই শুভ আর শ্রেষ্ঠ থাকে । সারাদিন তোমরা স্মরণ-স্নেহের পালনায় থাকো । এই স্মরণ-স্নেহই শ্রেষ্ঠ পালনা । সদা এই পালনাতে থেকে ঈশ্বরীয় এই স্মরণ-স্নেহ সব আত্মাদের দিয়ে তাদেরও শ্রেষ্ঠ পালনা দাও । স্মরণ-স্নেহ হলো পালনার দোলা, যাতে পালনা দেওয়া হয় । গুড মর্নিং শক্তিশালী অমৃত বা ঔষধি বা শ্রেষ্ঠ ভোজন, এটাকে তোমরা যেমন ইচ্ছে বলতে পারো । গুড মর্নিং হলো তোমাদের শক্তিশালী বানানোর এবং স্মরণ-স্নেহ পালনার দোলা । সদা এই দোলায় থাকো আর এই শক্তিতে থাকো । সদা এইরকম স্বরূপে থাকা সকল বাচ্চাদের গুড মর্নিং । আচ্ছা ।

বরদানঃ - সর্ব কার্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে 'জ্ঞানী তু আত্মা' ত্রিকালদর্শী ভব

যে বাচ্চারা ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ তিন কালের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কর্ম করে, তাদের সব কর্মে সফলতা প্রাপ্ত হয় । এইরকম নয় যে, খুব বিজি ছিলাম সেইজন্য যে কাজটা সামনে এসেছে সেটাই করতে শুরু করেছি, না ! কোনও কর্ম করার আগে, প্রথমে সেই কাজের তিনকাল ভেবে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে । ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে কর্ম করলে কোনও কার্য ব্যর্থ বা সাধারণ হবেনা ।

স্লোগানঃ- নিজের সন্তুষ্ট এবং হাসিখুশি জীবনের দ্বারা সেবা করলে, তখন বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী ।